গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	:	০৯/০৯/২০২৪ খ্রি.
সময়	:	বেলা ১০:৩০ টা
স্থান	:	সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'-তে প্রদর্শিত।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-২) আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভায় কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। আলোচ্য সূচি অনুযায়ি বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কার্যবিবরণীতে কোনোরূপ সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়িকরণ করা হয়। অতঃপর গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়।

০২) অতঃপর প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য সংক্ষেপে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালকে অনুরোধ জানানো হয়। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটি ৩৫৯০.৭৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত মূল মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন ছিল এবং পরবর্তীতে প্রকল্পটির মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদ যথাক্রমে ১৪.৩১% ও ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করে বর্তমানে ৪১০৪.৯০ লক্ষ টাকা সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাঙ্গামাটি সদর, নানিয়ারচর, কাপ্তাই, জুরাছড়ি উপজেলায় ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি সদর, মানিকছড়ি, মাটিরাঙ্গা, রামগড় উপজেলায় এবং বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত এলাকায় টেকসই জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে ২,০০০ দরিদ্র কৃষক পরিবারকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রত্যেকটি ১ (এক) একর করে ৮০০টি কফি ও ১,২০০টি কাজুবাদাম বাগান সৃজনের মাধ্যমে তাদের আয়ের সুযোগ সৃষ্টিকরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ। চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ ১১০২.০০ লক্ষ টাকা এবং ৩১ আগস্ট, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ব্যয় ০.০০ লক্ষ টাকা (০.০০%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ২৫%। প্রকল্পের শুরু হতে ৩১ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৯৯৩.১৭ লক্ষ টাকা (৪৮.৫৬%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬২.৯৭%। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে APA-তে উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা ১০০টি কাজুবাদাম বাগান সৃজন করা হয়।

০৩) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) প্রকল্পের আওতায় চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কতোগুলো কফি ও কাজুবাদাম বাগান সৃজন এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, ডিপিপি অনুযায়ী চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ২৮৪টি (প্রতিটি বাগান ১ একর) কাজুবাদাম বাগান সৃজন করা হবে। তিনি আরও জানান, প্রকল্পের শুরু হতে এই পর্যন্ত ৮০০টি (প্রতিটি বাগান ১ একর) কফি বাগান ও ৯১৬টি (প্রতিটি বাগান ১ একর) কাজুবাদাম বাগান সৃজন করা হয়েছে। সচিব মহোদয় বাগান সৃজনের জন্য পলিথিনে উৎপাদিত বড় চারা (প্রায় ২ ফুট লম্বা) বিতরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি বাগান সৃজনের সময় পানির উৎসের কাছাকাছি জমি নির্বাচন করার জন্য গুরুত্বারোপ করেন। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, প্রকল্পের আওতায় ০৬টি কাজুবাদাম প্রক্রিয়াকরণ মেশিন ও ০৬টি কফি প্রক্রিয়াকরণ মেশিন ক্রয় করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ১টি কফি প্রক্রিয়াকরণ মেশিন ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের আওতায় কফি ও কাজুবাদাম উৎপাদন এখনো ব্যাপক আকারে শুরু হয়নি তাই মাত্র ১টি মেশিন ক্রয় করা হয়েছে; এছাড়া

Scanned with CamScanner

আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন মেশিন ক্রয় করা হবে তাই মেশিন ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়নি। সচিব মহোদয় প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত মেশিনসমূহ একটি নীতিমালা করে কৃষকদল গঠনের মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে বিতরণের পরামর্শ দেন। তিনি খসড়া নীতিমালা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় ডিপিপি-তে উল্লিখিত উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। তিনি বলেন, প্রকল্পের আওতায় বাগান বরাদ্দ প্রাপ্ত কৃষকদের উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে এবং প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত কাজুবাদাম প্রক্রিয়াকরণ মেশিন ও কফি প্রক্রিয়াকরণ মেশিন নীতিমালার মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব বলেন, কফি ও কাজুবাদাম চাষের উপর ভিডিও ডকুমেন্টারি তৈরী করে তা প্রচার করা গেলে এতে মানুষ কফি ও কাজুবাদাম চাষে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কফি ও কাজুবাদাম বাগান সৃজনের বিভিন্ন সময়ের ছবি ও ভিডিও সংরক্ষণ করতে অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন যে, প্রকল্পের মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় কোনোভাবেই বৃদ্ধি করা যাবে না। তাই, প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাতে সমাপ্ত করা যায় সে অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের অবশিষ্ট ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়াও প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার করতে হবে হবে।

০৪) সভায় বিস্তারিত অলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়:

৪.১) প্রকল্পের মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্তকরণে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে;

৪.২) প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত সরঞ্জামাদি বিতরনের লক্ষ্যে খসড়া নীতিমালা আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে স্টেকহোল্ডাদের নিয়ে মন্ত্রণালয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করতে হবে;

৪.৩) কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের অবশিষ্ট ক্রয়কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;

৪.৪) প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার করতে হবে;

৪.৫) প্রকল্পের আওতায় সৃজনকৃত বাগানের বিভিন্ন সময়ের স্থিরচিত্র ও ভিডিও চিত্র সংরক্ষণ করতে হবে; এবং উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ তৈরি করতে হবে;

৪.৬) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), ২০২৪-২৫ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত সঠিক তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ের বাজেট/প্রশাসন-২ শাখায় প্রেরণ করতে হবে ও পরিকল্পনা-২ শাখায় অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

০৫) সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
২৫/০৯/২০২৪খ্রি:
এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.২২৬.১৪.৯৭০.২২-১১৩

তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ / ১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৫) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৬) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ-এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

Scanned with CamScanner CamScanner

৭) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
০৯) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০) যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
১১) উপসচিব (পরিকল্পনা-২)/(প্রশাসন-১)/(বাজেট/প্রশাসন-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২) উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব, উপদেষ্টা মহোদয়ের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৪) সদস্য অর্থ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি ও প্রকল্প পরিচালক, কফি ও কাজুবাদাম চাষের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি ।
১৫) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার নোটিশটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

০০/০৯/২৪

(জেসমিন আক্তার)
উপসচিব
ফোনঃ +৮৮০২২২৩৩৫৭১১৮
ই-মেইল: dsplanning2@mochta.gov.bd

Scanned with CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় : 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভার কার্যবিবরণি।

সভাপতি	:	এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	:	০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি.।
সভার সময়	:	বেলা ১০:৩০ টা
স্থান	:	সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'-তে প্রদর্শিত।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভায় কার্যক্রম উপস্থাপন করেন। উপসচিব (পরিকল্পনা-২) বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কার্যবিবরণীতে কোনোরূপ সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়:

০২) অতঃপর প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন সংক্রান্ত তথ্য সংক্ষেপে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালকে অনুরোধ জানানো হয়। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৬৩৯.৭৭ লক্ষ টাকা (জিওবি-৪৬৩৯.৭৭) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হলো: ক) পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি জেলার দশটি উপজেলায় প্রায় ৫,০০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আনা; খ) ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে বাঁধ নির্মাণ ও পাম্প সরবরাহ করে ফসলি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা; গ) কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে জেলার খাদ্য ঘাটতি হ্রাস করা এবং ঘ) কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার প্রায় ২০,০০০ পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। এছাড়া প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে (ক) ফসলি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য ৩৫,০০০ মিটার সেচ ড্রেইন নির্মাণ (খ) ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের জন্য ৬২৫ মিটার বাঁধ নির্মাণ (গ) ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের জন্য ৩০টি পাম্প সরবরাহকরণ ও পাম্প স্থাপনের জন্য ৩০টি পাম্প হাউস নির্মাণ।

০৩) প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরও অবহিত করেন যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে ১২৭৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৩১ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার যথাক্রমে আর্থিক ০.০০% ও বাস্তব ১৫% এবং প্রকল্পের শুরু হতে ৩১ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার যথাক্রমে আর্থিক ৪৫.৮৫% (২১২৭.৪৭ লক্ষ) ও বাস্তব ৬৮.০০%। তিনি জানান যে, ১০টি উপজেলায় ৩৫,০০০ আর.সি.সি ড্রেইন এর মধ্যে এ পর্যন্ত ২৫,০০০ মিটার আর.সিসি. ড্রেইন নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ড্রেইন নির্মানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৬২৫ মিটার বাধ নির্মাণ করার পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবতা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন"

Scanned with CamScanner

প্রকল্পের আওতায় জেলায় মাটির বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। তাই দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে সংশোধিত ডিপিপিতে ২৭০.০০ মিটার বাধ নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাই উক্ত খাতে অব্যয়িত ১৯৮.৭৫ লক্ষ টাকা এবং মুল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১৪.৪৫% (৬৭০.০৪৫ লক্ষ টাকা) দ্বারা স্থানীয় জনসাধারনের চাহিদার প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত ৭৩০০ মিটার আর.সি.সি ড্রেইন নির্মাণ করার প্রস্তাব করেন। এ লক্ষ্যে প্রকল্পটি সংশোধন প্রয়োজন মর্মে সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি বলেন, ডিপিপির অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ দিতে হবে এবং বর্তমান প্রাক্কলন ব্যয় ও মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।

০৪) সভার এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ হয়েছে কিনা তা জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এখনো বাঁধ নির্মাণ করা হয়নি। যেহেতু মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় জেলায় মাটির বাঁধ নির্মাণ করছে সেহেতু দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এই প্রকল্পের আওতায় ৬২৫.০০ মিটার এর স্থলে ২৭০.০০ মি. বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা রয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানতে চান, পাম্প হাউজ ও পাম্প মোটর ক্রয় করা হয়েছে কিনা? প্রকল্প পরিচালক জানান, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পাম্প হাউস ও পাম্প মটর ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে। সে লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এ পর্যায়ে বলেন যে, প্রকল্পের মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় কোনোভাবেই বৃদ্ধি করা যাবে না। তবে স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা এবং অনাবাদি ও পতিত জমিকে কৃষি জমিতে রুপান্তরের লক্ষ্যে পরবর্তীতে যথাযথভাবে সার্ভে করে এই ধরণের নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে। তাই আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজের গুনগত মান বজায় রেখে অপ্রয়োজনীয় আইটেম বাদ দিয়ে প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন যে, সেচ অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি হস্তান্তরের লক্ষ্যে হস্তান্তরকারী নির্ধারণ করে BADC/কৃষক দল/সমিতি করে হস্তান্তরের লক্ষ্যে খসড়া নীতিমালা আগামী ২৫/০৯/২০২৪ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিএডিসি/বিরি প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধিদের নিয়ে মন্ত্রণালয়ের তত্বাবধানে একটি কর্মশালা আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করেন। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) পাম্প হাউস নির্মাণের অগগ্রতি সম্পর্কে জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান, পাম্প হাউস নির্মাণের জন্য জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে; যা কৃষকরা প্রদান করবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, পাম্প হাউস নির্মাণের জন্য সরকারি জায়গা নির্ধারণ করতে হবে; সরকারি জায়গা না পেলে কৃষকদের নিকট হতে জমি গ্রহণকালে ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে সম্মতিপত্র লিখিত আকারে নিতে হবে যেন ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়।

০৫) সভায় বিস্তারিত অলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়:

৫.১) প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্তকরণে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে; প্রয়োজনীয়তার আলোকে সম্ভব্যতা যাচাইপূর্বক এ ধরণের নতুন প্রকল্প (২য় পর্যায়) গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.২) নির্মিত সেচ অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে সার্ভিস চার্জ নির্ধারণে নীতিমালা অনুযায়ী হস্তান্তরকারী নির্ধারণপূর্বক কৃষক দল/সমিতি গঠন করে উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে হস্তান্তর করতে হবে। আগামী ২৫/০৯/২০২৪ তারিখের মধ্যে খসড়া নীতিমালা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিএডিসি/বিরি প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধিদের (কমপক্ষে ৫ জন) নিয়ে মন্ত্রণালয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করতে হবে।

৫.৩) কাজের গুনগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার করতে হবে।

৫.৪) পাম্প হাউস নির্মাণ (সরকারি জায়গা নির্ধারণ করতে হবে; সরকারি জায়গা না পেলে কৃষকদের নিকট হতে জমি গ্রহণকালে ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে সম্মতিপত্র নিতে হবে) ও পাম্প মোটর ক্রয়সহ অন্যান্য কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে; এবং বাঁধ নির্মাণ প্রয়োজনীয়তার আলোকে গ্রহণ করতে হবে।

Scanned with CamScanner

৫.৫) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০১৪-১৫ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে ও

Scanned with CamScanner

৫.৫) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), ২০২৪-২৫ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন বাজেট/ প্রশাসন-২ শাখায় ও পরিকল্পনা- ২ শাখায় অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

০৬) সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
২৫/০৯/২০২৪
(এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী)
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.২২৬.১৪.৪৩.২৩- ১১২

তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ / ১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
৩। সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
৪। সচিব, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
৮। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলানগর, ঢাকা
৯। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা
১১। যুগ্ম প্রধান, এনইসি, একনেক এবং সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলানগর , ঢাকা
১২। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩। ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
১৪। উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব, উপদেষ্টা মহোদয়ের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৫। উপসচিব (পরিকল্পনা-২)/(প্রশাসন-১)/(বাজেট/প্রশাসন-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৬। সচিবের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৭। প্রকল্প পরিচালক ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ' পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
১৮। সহকারী প্রোগ্রামার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)

৩০/০৯/২৪
(জেসমিন আক্তার)
উপসচিব
ফোনঃ +৮৮০২২২৩৩৫৭১১৮
ই-মেইল: dsplanning2@mochta.gov.bd

Scanned with CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	: ০৮/০৯/২০২৪ খ্রি.।
সভার সময়	: বিকাল ৩.০০ টা
স্থান	: সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট 'ক'-তে প্রদর্শিত।

সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। তিনি সভাকে অবহিত করেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ৪৬৩৯.৭৭ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫ মেয়াদে 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। অত:পর অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) প্রকল্প পরিচালককে প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন। তখন প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে সভাকে অবহিত করেন এবং প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় সংশোধনপূর্বক ৫৩১০.০২ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ সংশোধন পূর্বক জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬ নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। প্রকল্প সংশোধনের কারণগুলে নিম্নরুপ :

ক) প্রকল্পটি ১৯ জুন, ২০২২ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হলেও ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)- তে উক্ত প্রকল্পে কোন বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। পরবর্তীতে সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আরএডিপি)-তে মাত্র ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ফলে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হতে বিলম্ব হয়।

খ) শুকনো মৌসুমে কাপ্তাই হ্রদের পানি শুকিয়ে যাওয়ার ফলে নির্মাণ সামগ্রী পরিবহন সম্ভবপর নয় বিধায় প্রকল্পের পূর্তকাজ বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়।

গ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন" প্রকল্পের আওতায় মাটির বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। তাই দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনায় মাটির বাঁধের পরিমাণ হ্রাস করে ২৭০.০০ মিটার করা হয়েছে।

ঘ) রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা দেশের বৃহত্তম জেলা হলেও জেলার মোট ফসলি জমির পরিমাণ মাত্র ৫০,৩৭২ হেক্টর। তাছাড়া সেচকৃত জমির পরিমাণ মাত্র ৭,১৪৫ হেক্টর যা জেলার মোট ফসলি জমির মাত্র ১৪.১৮%। সেচের অভাবে জেলার খাদ্য উৎপাদন কম বিধায় রাঙ্গামাটি একটি খাদ্য ঘাটতির জেলা। যার ফলে জেলায় সেচ অবকাঠামো নির্মাণ একান্ত জরুরী। প্রস্তাবিত সংশোধিত উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী অতিরিক্ত ৭,৩০০.০০ মিটার সেচ ড্রেইন নির্মাণ করা সম্ভব হবে। যা জেলায় খাদ্য ঘাটতি হ্রাসে সহায়ক হবে।

Scanned with CamScanner

০২) প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে ১২৭৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৩১ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার যথাক্রমে আর্থিক ০.০০% ও বাস্তব ১৫% এবং প্রকল্পের শুরু হতে ৩১ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার যথাক্রমে আর্থিক ৪৫.৮৫% (২১২৭.৪৭ লক্ষ) ও বাস্তব ৬৮.০০%। তিনি জানান যে, ১০টি উপজেলায় ৩৫,০০০ আর.সি.সি ড্রেইন এর মধ্যে এ পর্যন্ত ২৫,০০০ মিটার আর.সিসি. ড্রেইন নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ড্রেইন নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় ৬২৫ মিটার বাধ নির্মাণ করার পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবতা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় জেলায় মাটির বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। তাই দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে সংশোধিত ডিপিপিতে ২৭০.০০ মিটার বাধ নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাই উক্ত খাতে অব্যয়িত ১৯৮.৭৫ লক্ষ টাকা এবং মূল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ১৪.৪৫% (৬৭০.০৪৫ লক্ষ টাকা) দ্বারা স্থানীয় জনসাধারনের চাহিদার প্রেক্ষিতে অতিরিক্ত ৭৩০০ মিটার আর.সি.সি ড্রেইন নির্মাণ করার প্রস্তাব করেন।

০৩) প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরও জানান যে, প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে (ক) ফসলি জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের জন্য ৩৫,০০০ মিটার সেচ ড্রেইন নির্মাণ (খ) ভূপরিস্থ পানি সংরক্ষণের জন্য ৬২৫ মিটার বাধ নির্মাণ (গ) ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের জন্য ৩০টি পাম্প সরবরাহকরণ ও পাম্প স্থাপনের জন্য ৩০টি পাম্প হাউস নির্মাণ।

০৪) সভার এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) প্রকল্পের আওতায় কয়টি এবং কি পরিমাণ বাঁধ নির্মাণ হয়েছে এবং পাম্প হাউজ ও পাম্প মোটর ক্রয় করা হয়েছে কিনা তা জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এখনো বাঁধ নির্মাণ করা হয়নি। যেহেতু মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধিন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধিন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন' প্রকল্পের আওতায় জেলায় মাটির বাঁধ নির্মাণ করছে সেহেতু দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এই প্রকল্পের আওতায় ৬২৫.০০ মিটারের স্থলে ২৭০.০০ মি. বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পাম্প হাউস ও পাম্প মটর ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা হবে এবং সে লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। আলোচনার এ পর্যায়ে জানানো হয়, প্রকল্পের মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয় কোনোভাবেই বৃদ্ধি করা যাবে না এবং প্রকল্প থেকে বাঁধ নির্মাণ বাদ দিতে হবে। তবে স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা এবং অনাবাদি ও পতিত জমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে পরবর্তীতে যথাযথভাবে সার্ভে করে এই ধরণের নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। তাই আলোচ্য প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজের গুনগত মান বজায় রেখে অপ্রয়োজনীয় আইটেম বাদ দিয়ে প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সমাপ্ত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করা হয়। এছাড়া সেচ অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি হস্তান্তরের লক্ষ্যে সুবিধাভোগী সমিতি গঠন করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে একটি নীতিমালার আলোকে হস্তান্তর করা যেতে পারে। খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিএডিসি/বিরি প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধিদের নিয়ে মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে একটি কর্মশালা আয়োজনের পরামর্শ দেয়া হয়। এছাড়া অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) পাম্প হাউস নির্মাণের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান, পাম্প হাউস নির্মাণের জন্য জায়গা নির্বাচন করা হয়েছে; যা কৃষকরা প্রদান করবে । অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, পাম্প হাউস নির্মাণের জন্য সরকারি জায়গা নির্ধারণ করতে হবে; সরকারি জায়গা না পেলে কৃষকদের নিকট হতে জমি গ্রহণকালে ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে লিখিত আকারে নিতে হবে যেন ভবিষ্যতে এ বিষয়ে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয়।

০৫) সভায় বিস্তারিত অলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হয়:

৫.১) প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্তকরণে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। প্রকল্প থেকে বাঁধ নির্মাণ বাদ দিতে হবে। প্রয়োজনীয়তার আলোকে সম্ভব্যতা যাচাইপূর্বক এ ধরণের নতুন প্রকল্প (২য় পর্যায়) গ্রহণ করা যেতে পারে।

৫.২) নির্মিত সেচ অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে সার্ভিস চার্জ নির্ধারণপূর্বক নীতিমালা অনুযায়ী হস্তান্তরকারী নির্ধারণপূর্বক কৃষক দল/সমিতি গঠন করে উপজেলা প্রশাসন/ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট হস্তান্তর করতে হবে। আগামী ২৫/০৯/২০২৪ তারিখের মধ্যে খসড়া নীতিমালা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

Scanned with CamScanner CamScanner

খসড়া নীতিমালা চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে বিএডিসি/বিরি প্রতিনিধি, কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধিদের (কমপক্ষে ৫ জন) নিয়ে মন্ত্রণালয়ে একটি কর্মশালা আয়োজন করতে হবে।

৫.৩) কাজের গুনগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার করতে হবে।

৫.৪) পাম্প হাউস নির্মাণ (সরকারি জায়গা নির্ধারণ করতে হবে; সরকারি জায়গা না পেলে কৃষকদের নিকট হতে জমি গ্রহণকালে ৩০০ টাকার স্ট্যাম্পে সম্মতিপত্র নিতে হবে) ও পাম্প মোটর ক্রয়সহ অন্যান্য কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে;

৫.৫) প্রকল্পের ব্যয় ও সময় বৃদ্ধি না করে আন্ত:অঙ্গ সমন্বয়পূর্বক ডিপিপি সংশোধন করতে হবে।

৫.৬) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), ২০২৪-২৫ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন বাজেট/প্রশাসন-২ শাখায় প্রেরণ করতে হবে এবং পরিকল্পনা- ২ শাখায় অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

০৬) সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
১৭/০৯/২০২৪
(এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী)
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.২২৬.১৪.৯৩৮.২১-১০৮

তারিখ: ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ / ০৭ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২। সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
৩। সচিব, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
৪। সচিব, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৫। সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৬। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
৭। সদস্য , কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা
৮। সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন,শেরেবাংলানগর, ঢাকা
৯। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১০। প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল,ঢাকা
১১। যুগ্ম প্রধান, এনইসি, একনেক এবং সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলানগর , ঢাকা
১২। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৩। ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
১৪। উপসচিব (পরিকল্পনা-২)/(প্রশাসন-১)/(বাজেট/প্রশাসন-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
১৫। সচিবের একান্ত সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
১৬। প্রকল্প পরিচালক ও মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা, 'রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে সেচ অবকাঠামো নির্মাণ' পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
১৭। সহকারী প্রোগ্রামার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

22/09/24
(জেসমিন আক্তার)
উপসচিব
ফোনঃ +৮৮০২২২৩৩৫৭১১৮
ই-মেইল: dsplanning2@mochta.gov.bd

Scanned with CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির (PSC) ৯ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	:	১০/০৯/২০২৪ খ্রি.
সভার সময়	:	দুপুর ২:৩০ টা
স্থান	:	সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'-তে প্রদর্শিত।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-২) সভার আলোচ্য সূচী অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন এবং কার্যবিবরণিতে কোনোরূপ সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০২) প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বিষয়াদি সংক্ষেপে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করা হয়। তিনি সভাকে জানান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভায় জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি ৪৮৬৯.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৪ মেয়াদে ৫৫৫৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনী অনুমোদন করা হয়।

০৩) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে ৯৯৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির হার ০.০০% এবং বাস্তব অগ্রগতির হার ০৪.৯৯%। প্রকল্পের শুরু হতে আগষ্ট, ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার যথাক্রমে ৮২.০৪% ও ৮৩.৮৮%। প্রকল্পের শুরু হতে আরসিসি ড্রেন (২.০০×২.০০) ১০০০.০০ মিটার এবং আরসিসি ড্রেন (১.৫০×১.৫০)-১২৬৪০.০০ মিটার মাস্টার ড্রেইন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের বাকী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এ পর্যায়ে প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে কিনা জানতে চাইল প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্প নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হবে। তিনি মাস্টার ড্রেইনগুলি রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, মাস্টার ড্রেইন রাস্তার পাশে নির্মাণ করাতে ড্রেইনগুলি রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। তিনি ড্রেইনগুলি নীতিমালা করে স্থানীয় পৌরসভার নিকট হস্তান্তরের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, পূর্ববর্তী মেয়রের সাথে এ ব্যাপারে মৌখিকভাবে আলোচনা হয়েছিল এবং নতুন প্রশাসক নিয়োগ প্রদান করা হলে পৌরসভার নিকট ড্রেইনগুলি হস্তান্তর করা হবে।

০৪) সভায় বিস্তারিত অলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:

৪.১) প্রকল্পের কার্যক্রম অনুমোদিত মেয়াদ ও অর্থের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে;

৪.২) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;

৪.৩) নীতিমালা প্রণয়ন করে মাস্টার ড্রেইন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় পৌরসভার নিকট হস্তান্তর নিশ্চিত করতে হবে; এবং

৪.৪) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন বাজেট/প্রশাসন-২ শাখায় প্রেরণ করতে হবে এবং পরিকল্পনা-১ এবং ২ শাখায় অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

Scanned with CamScanner

০৫) সভায় আর কোনো আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
২৫/০৯/২০২৪খ্রি:
(এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী)
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.২২৬.১৪.৯৬৮.২২- ১৯৪

তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ / ১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :
১) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
২) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫) সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮) ভাইস-চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
০৯) যুগ্ম-প্রধান, একনেক ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১০) উপসচিব (পরিকল্পনা-২)/(প্রশাসন-১)/(বাজেট/প্রশাসন-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১) উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব, উপদেষ্টা মহোদয়ের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১২) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, ইউনিট অফিস, বান্দরবান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও প্রকল্প পরিচালক, 'বান্দরবান পার্বত্য জেলার বান্দরবান পৌরসভা ও লামা পৌরসভার জলাবদ্ধতা দুরীকরণের লক্ষ্যে পানি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য মাষ্টার ড্রেইন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্প।
১৪। সহকারী প্রোগ্রামার, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ,বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৫) সমন্বয় কর্মকর্তা, ভাইস চেয়ারম্যান এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।

৩০/০৯/২৪

(জেসমিন আক্তার)
উপসচিব
ফোনঃ +৮৮০২২২৩৩৫৭১১৮
ই-মেইল: dsplanning2@mochta.gov.bd

Scanned with CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় : পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৭ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	:	০৯/০৯/২০২৪ খ্রি.
সময়	:	বেলা ১১:৩০ টা
স্থান	:	সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট 'ক'-তে প্রদর্শিত।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-২) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করেন। অতঃপর গত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়:

০২) অতঃপর প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বিষয়াদি সংক্ষেপে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালকে অনুরোধ জানানো হয়। প্রকল্প পরিচালক ও সদস্য, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড জানান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পটি ২৫৮০.৮৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জুলাই, ২০২১ হতে ৩০ জুন, ২০২৫ পর্যন্ত মেয়াদে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলার ২৬টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গত ০৫-১০-২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় ক্ষতিকর তামাক চাষের বিকল্প হিসাবে এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উচ্চ ফলনশীল উন্নত জাতের চিবিয়ে খাওয়া ও গুড় উৎপাদন উপযোগী ইক্ষু চাষ সম্প্রসারণ; খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি (যেমন: স্বাস্থ্যসম্মত আখের গুড়, রস, সিরাপ তৈরি, সংরক্ষণ, প্যাকেজিং এবং বাজারজাতকরণ); গ) বিএসআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত সুগারক্রপের (ইক্ষু) উন্নত জাত ও লাগসই প্রযুক্তিসমূহের বিস্তারের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ; ঘ) পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় মিষ্টি জাতীয় ফসলের (ইক্ষু) প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণ জোরদার করা; এবং ঙ) সর্বোপরি নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সঞ্চালিত করা। প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২৪- ২০২৫ অর্থবছরের এডিপি-তে এ প্রকল্পের অনুকূলে ১১০২.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির হার ০০.০০% এবং বাস্তব অগ্রগতির হার ০৮.০০%। প্রকল্পের শুরু হতে ৩১ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার যথাক্রমে ৪৯.৪১% ও ৭৫.৫০%।

০৩) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানতে চান যে, প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পের অবশিষ্ট কার্যক্রম সমাপ্ত করতে হবে কিনা। সে বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ জুন, ২০২৫ এর মধ্যে প্রকল্পের কার্যক্রম সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। প্রকল্প পরিচালক সভার দৃষ্টি আকর্ষণ পূর্বক জানতে চান যে, প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১৫,০০০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এতো প্রশিক্ষণার্থীর ছবিসহ ডাটাবেজ ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে কিনা? সভাপতি এ প্রকল্পের আওতায় যে সকল প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কৃষক ইক্ষু প্রদর্শনী প্লট (মাঠ প্রদর্শনী প্লট ও বসত বাড়ির আঙ্গিনায় প্রদর্শনী প্লট) বরাদ্দ পেয়েছেন তাঁদের ছবি সহ ডাটাবেজ ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের ছবিসহ তালিকা প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ে সংরক্ষণ করতে নির্দেশনা প্রদান করেন। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) বলেন, প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের কিভাবে সহযোগিতা করা হয় এবং কৃষকদের মধ্যে প্রকল্প নিয়ে সাড়া কেমন? প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের ১টি প্লটের (১ বিঘা) জন্য ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার টাকা)'র কৃষি উপকরণ যেমন: বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি বিনামূল্যে প্রদান করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) অর্গানিক পদ্ধতিতে ইক্ষু চাষাবাদ করে তা থেকে উৎপাদিত গুড় ব্রান্ডিং করে বিক্রয়ের সহযোগিতা করতে প্রকল্প পরিচালককে পরামর্শ প্রদান করেন। সভাপতি বলেন, গুড়ের চেয়ে হ্যান্ডমেড চিনির দাম বেশি এবং

Scanned with CamScanner CamScanner

উৎপাদন প্রক্রিয়াও সহজ হওয়ায় প্রকল্পের আওতায় গুড়ের পাশাপাশি হ্যান্ডমেড চিনিও উৎপাদন করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, ময়মনসিংহে এ ধরণের একটি কার্যক্রম রয়েছে যাদের মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানতে চান যে, প্রকল্পের ইক্ষু প্লট তৈরী করতে ইক্ষু বীজ/চারা কোথা হতে সংগ্রহ করা হয়? প্রকল্প পরিচালক জানান, ইক্ষু বীজগুলো বাংলাদেশ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং প্রকল্পের আওতায় চাষকৃত ভালো মানের ইক্ষু প্লট হতে সংগ্রহ করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সুগারক্রপ (ইক্ষু) এর সাথে সঠিক সাথী ফসল রোপণের পরামর্শ প্রদান করেন এবং চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া তিনি স্থানীয় প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে মাঠ দিবস আয়োজন করার অনুরোধ করেন।

০৪) বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৪.১) প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ ও প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যেই প্রকল্পের সকল কার্যক্রম সমাপ্ত করতে হবে;

৪.২) প্রকল্পের আওতায় প্লট বরাদ্দ প্রাপ্ত কৃষকদের নাম ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ছবি সম্বলিত ডেটাবেইজ আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং প্রকল্পের আওতায় বরাদ্দকৃত প্লটের বিভিন্ন সময়ের ছবি ও ভিডিও সংরক্ষণ করতে হবে;

৪.৩) প্রকল্পের আওতায় অর্গানিকভাবে ইক্ষু চাষ কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং গুড়ের পাশাপাশি হ্যান্ডমেড চিনি উৎপাদনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৪.৪) প্রকল্পের আওতায় ইক্ষু চাষের পাশাপাশি সাথী ফসল রোপণ এর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.৫) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ), ২০২৪-২৫ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন বাজেট/প্রশাসন-২ শাখায় প্রেরণ করতে হবে ও পরিকল্পনা-২ শাখায় অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

০৫) সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
২৫/০৯/২০২৪খ্রি:
(এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী)
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.২২৬.১৪.০১৩.২২- ১১৫

তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ / ১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৩) সদস্য, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৪) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫) ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
৬) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭) ভাইস-চেয়ারম্যান, এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ঈশ্বরদী, পাবনা।
৯) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০) যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
১১) প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য-বাস্তবায়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
১২) উপসচিব (পরিকল্পনা-২)/(প্রশাসন-১)/(বাজেট/প্রশাসন-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩) উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব, উপদেষ্টা মহোদয়ের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

Scanned with CamScanner CamScanner

১৪) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১৫) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)।

১৬) পরিচালক (গবেষণা), পরিচালক (গবেষণা) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)।

১৭) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১০/০৭/২৪

(জেসমিন আক্তার)
উপসচিব
ফোনঃ +৮৮০২২২৩৩৫৭১১৮
ই-মেইল: dsplanning2@mochta.gov.bd

Scanned with CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়: **'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন (১ম সংশোধিত)'** শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী সচিব পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
সভার তারিখ	০৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১২.৩০ টা
স্থান	সভাকক্ষ (ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৬১৯), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং জুম প্ল্যাটফর্ম।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'-তে প্রদর্শিত।

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (পরিকল্পনা-২) সভার আলোচ্য সূচী সভায় উপস্থাপন করেন। আলোচ্য সূচি অনুযায়ী বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং কার্যবিবরণীতে কোনোরূপ সংশোধন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়িকরণ করা হয়। অতঃপর গত সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করা হয়।

০২) পরবর্তীতে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত পটভূমি, প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বিষয়াদি সংক্ষেপে প্রকল্প পরিচালককে পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন **'পার্বত্য চট্টগ্রামে তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন (১ম সংশোধিত)'** শীর্ষক প্রকল্পটি ৪২৯২.২৮ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ০১ জানুয়ারি ২০২০ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হলো: পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহের কৃষকদের আয় বৃদ্ধি ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনে আপল্যান্ড তুলার চাষ সম্প্রসারণ।

০৩) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভায় প্রকল্পের বিস্তারিত অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চান। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এডিপিতে এ প্রকল্পের অনুকূলে ১০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতির হার ২৯.০৪% এবং বাস্তব অগ্রগতির হার ৬৫%। প্রকল্পের শুরু হতে ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতির হার যথাক্রমে ২৬.০৫% ও ২৭%। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানতে চান যে, এ অর্থবছর কতটি প্লট স্থাপন বাকি আছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, এ অর্থবছর ১৫০০ টি প্লট স্থাপন করা হবে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ি তুলা চাষের প্রদর্শনী প্লট তৈরি ৩২০টি, কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ সফর ১টি এবং ২৭০ জন কৃষকদের প্রশিক্ষন প্রদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি মহোদয় তুলা গাছ বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রমাণস্বরূপ ছবি সংরক্ষণের পরামর্শ দেন। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ১৬২৬টি প্লটে সাইনবোর্ড বসানো এবং কৃষকদের ছবি তোলা ও সংরক্ষণ করা হয়েছে। যুগ্মসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় জানান যে, তুলার সাথে অন্য কোন ফসল সম্পৃক্ত করা হলে ভালো ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া প্রকল্পের অগ্রগতির স্বচ্ছতার জন্য একটি ডাটাবেজ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। সভার এ পর্যায়ে আলোচনা হয় যে, যেহেতু প্রকল্প সমাপ্তির পর তুলা চাষ কমে যাবে মর্মে আশঙ্কা করা হয় সেহেতু তুলা উন্নয়ন বোর্ডের জন্য জিনিং মেশিন (রোলার), বীজতুলা কনভেয়ার, জিনিং শেড, বেল প্রেসিং মেশিন ক্রয় করা সঙ্গত হবে না বলে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। কাজেই অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সংকোচনের জন্য জিনিং মেশিন, বেল প্রেসিং মেশিন ও শেড নির্মাণ ব্যয় বাদ দেওয়ার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের কার্যক্রম নির্ধারিত মেয়াদে সমাপ্ত করার জন্য অনুরোধ করেন।

০৪) বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

৪.১) প্রতিটি প্লটের ছবি ও কৃষকদের নিয়ে ছবি সংরক্ষণ করে একটি ডাটাবেজ তৈরি করে নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

৪.২) এ প্রকল্পের উপকারভোগীদের নিয়ে ভিডিও ডকুমেন্টারী তৈরি করে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৩) তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সাথে দ্বৈততা পরিহার করে এ প্রকল্পের কাজ সম্পাদন করতে হবে।

৪.৪) জিনিং শেড, জিনিং মেশিন, বেল প্রেসিং মেশিন বাদ দিতে হবে।

৪.৫) কাজের গুনগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যবহার ও বাস্তবায়ন করতে হবে;

Scanned with CamScanner CamScanner

৪.৬) প্রকল্পের মেয়াদ কোনোভাবেই বৃদ্ধি করা যাবে না এবং

৪.৭) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অনুযায়ী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদিত কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রশাসন-২/বাজেট শাখায় প্রেরণ করতে হবে এবং পরিকল্পনা-১ এবং পরিকল্পনা-২ শাখায় অনুলিপি প্রদান করতে হবে।

০৫) সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
২৫/০৯/২০২৪খ্রি:
(এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী)
সচিব
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

স্মারক নম্বর: ২৯.০০.০০০০.২২৬.১৪.৮৯৫.২২- ১১৮

তারিখ: ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ / ১৫ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সদস্য, কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
২) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ এর দপ্তর, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৩) সদস্য, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
৪) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫) ভাইস চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
৬) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭) ভাইস-চেয়ারম্যান, এর দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি।
৮) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই), ঈশ্বরদী, পাবনা।
৯) যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন অধিশাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০) যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
১১) প্রকল্প পরিচালক, 'পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় সুগারক্রপ চাষাবাদ জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্প ও সদস্য-বাস্তবায়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।
১২) উপসচিব (পরিকল্পনা-২)/(প্রশাসন-১)/(বাজেট/প্রশাসন-২), পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩) উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব, উপদেষ্টা মহোদয়ের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৪) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
১৫) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগ, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)।
১৬) পরিচালক (গবেষণা), পরিচালক (গবেষণা) এর দপ্তর, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএসআরআই)।
১৭) সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৩০/০৯/২৪
(জেসমিন আক্তার)
উপসচিব
ফোনঃ +৮৮০২২২৩৩৫৭১১৮
ই-মেইল: dsplanning2@mochta.gov.bd

Scanned with CamScanner